শীত-গ্রীষ্মের চিঠি

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০০৭

প্রকাশন-মুদ্রণ
ঊর্মিলা দাশগুপ্ত
সবুজপত্র
৪০ বৈঠকখানা রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণবিন্যাস
সুপ্রিয় বসু

প্রচ্ছদ
গৌতম ঘোষদস্তিদার

শীত-গ্রীষ্মের চিঠি

পাড়ি

দীর্ঘ অতিক্রমণ—যা মূলত পাড়ি—মূলত হেঁটে যাওয়া
কাঁটা, মৃতশস্য ও স্মৃতিফলকের বেদনা ছুঁয়ে
প্রগাঢ় রিক্ততার ভাষায় ধ্বনিময়তার অনন্ত প্রবাহ।

প্রবাহের ভিতর হেঁটে যায় বাসনার ফল—শূন্যের চাকায়
চাকা নেমে আসে, হেঁটে যায় চরের রেখায়
এবং যতদূর পথের সূচনা ও গতি তা-ও মৃত ফলকের বেদনা।

পথের পাশে ক্লান্ত ঘোড়ার আত্মলীন মুখ
যা ভুলে থাকে হ্রেষা ও ক্ষুধার ব্যাকরণ দীর্ঘকাল
আর, মৃতশস্যের ভিতর সজীবতা খোঁজে সারারাত।

দীর্ঘ বনপথ জুড়ে, দীর্ঘ ছায়াপথে, দীর্ঘ আলোর ভিতর
ফলের শরীরে বসে থাকে ক্লান্ত ঘোড়ার দাঁত
জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো ওই অনন্তের অতিক্রমণে।

তারপরও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে ছাই বায়ু অস্ত্রযান
ধূসর বালির ভিতর, ধ্বস্ত চরাচর ও মৃত বনপথে
এবং বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে পাতার মৃত্যু-লেখায়!

যারা জ্যোৎস্নার দিকে যায়

যারা জ্যোৎস্নার দিকে যায়, তারা ফেরে না আর
পায়ে-পায়ে জ্যোৎস্না মদ হয়ে নামে, রুপোলি পথে
কোন-এক তাম্রলিপ্ত শহর তাম্রলিপ্ত গাছ হয়ে
নদীজলে কুমারীর আঁশচোখে, ধীরে, জলের শিকড় ঝরে
গর্ভিণী নদী ঢেউ তোলে বেগুনি রঙে
কবেকার নৌকোর পালতোলা ঢঙে
তাম্রলিপ্ত শহর ছিল নাকি, আছে—কতদূরে
পরগনা ভুলে দ্রিমি-দ্রিমি পায়ে নাচে সাঁওতাল পুরুষ-রমণী সব
মহুলের দেবতা, কোজাগরী ছায়াপথে, মহুল আগুনে
হাত ধরে, নাচে, গান গায়
যারা জ্যোৎস্নার দিকে যায়, তারা ফেরে না আর
জ্যোৎস্নার অসুখ তাদের খায়

শীত-গ্রীষ্মের চিঠি

১.

শেষ-বসন্তের আলো খেলা করে ওই সবুজ ছায়ায়
আর খোয়াইয়ের চোখের মতো উদাসীনতা
ওই অলীক পুরুষের কপালে এঁকে রাখে কেউ

ওই আলোকে বিভ্রম বলে জানে পথচারী
তাই পথে-পথে ওই আলোর কোনও গোপন কথা নেই
পথে-পথে আলো বাড়ে-কমে নিজস্ব মায়ায়

আর ওই অলীক পুরুষের কপালের দিকে উঠে যায়
উদাসীন খোয়াইয়ের চোখ—দৃষ্টির পারাপার

২.

অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো সাদা তুলো আটকে থাকে জংলিগাছে
চৈত্রের দিন যায়, গাজনের শিব শিঙা ফুঁকে ভিক্ষা চায়
ওই পিচ-গলা রাস্তায়, রেস্তোরাঁয়, পার্কের বেঞ্চে দোয়েলের কাছে

গাজনে ফিন্‌কি-দেওয়া রক্তে দিগ্বিদিক ঘুরে যায় ওই সন্ন্যাসী
তুমুল বাজনার তালে-তালে, মন্ত্রের ঘেরাটোপে...

তবু ওই তুলো—সাদাতুলো আটকে থাকে জংলিগাছে

গাজনের শিব ভুলে যায় শিঙা ফুঁকে বাতাসে ওড়াতে

৩.

কথা : অন্তহীন আলোর রেখা
আলো : ওই তৃষ্ণার পথ
পথ : ওই দৃশ্যমান আলো

এক তৃষিত পুরুষের বুকে এক নারী
অনন্তকাল এ-ভাবে কিছু বলতে চায়
ঘুমের-ভিতরে-ঘুম হয়ে
ঘুমের-ভিতরে-স্বপ্নের মতো কিছু

ক্ষয়

১.

ওই রক্ত শূন্যের সূচনা
ধারা-ক্ষয় অনাবিল
অতল জলে ধূসর চোখ
এলোমেলো কাগজের নৌকো
ভাসে, ভাসেও না
একরোখা বাতাসের স্বর
প্রতিধ্বনি খোঁজে সারারাত

২.

ওই নীল-ঘুম
বিষাদ লেখে দুয়ারে
শিউলির আমন্ত্রণ তবু
রেখে যায় ধীর বাতাস
নড়ে ওঠে অবগাহনের জল

৩.

দহন ওই আগুনের বীজ
জেগে থাকে শিকড়ের তৃষ্ণায়
অথচ শিকড় জানে না
দহন ও আগুনের তাপ

৪.

ওই গ্রহ তবু গ্রহ নয় গ্রহদোষে
ষোলোকলা ক্ষয়ে যায় চান্দ্রমাসে
মণ্ডলে অ-মণ্ডল কখন এসে পড়ে
সজাগ ওই ঘূর্ণন মহাজাগতিক বিকিরণে

তৃষ্ণা

ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো উড়ে আসে
রজনী তবু পোহায় না
পড়ে থাকে কিংখাব
চরাচর জুড়ে মৃৎকলসের তৃষ্ণা

ধ্বংসের ইতিকথা লিখিত হয় কোথাও
তবু ধ্বংসস্তূপেই বীজের গন্ধ

নদীও সন্দেহপ্রবণ
এলোমেলো ঢেউ তোলে রজনীর শরীরে

কাঙাল

আগুনের পথ বেঁকে গেছে ওই নদীতীরে
ওখানে রঙের কাঙালিনি এক
পলাশের-শিমুলের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে

ওর সাথে দেখা হতে পারে এই বসন্তে
ওর সাথে হয়তো দেখা হবে আগামী বসন্তে

বস্তুত ওর সাথে দেখা হয় না কোনও বসন্তেই

শুধু বসন্তের ছায়াটুকু পড়ে থাকে আনমনে

মৃত ও জীবিত

মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলে জীবিত মানুষ
একে অন্যের করতলে করতল রাখে, হিম
দোলনায় ঘুরপাক খায়, খিলখিল হাসে
দু-জনের মাঝে উড়ে বসে সাদা কাকাতুয়া
শিখে-নেওয়া কথা বলে, ঝুঁটি নাড়ে
তারপর উড়ে যায় ওই ঘন অন্ধকারে, সহসাই
তখনও চাঁদ জেগে আলোয়-আলোয়
তখনও করতলে আঙুলগুলি আঙুলের মতো প্রায়

ধুলো

জ্যোৎস্নার অন্ধকারে প্রাচীন পুরুষ এক
অশ্বারোহী নারীর মুখ আঁকে সারারাত
আর অশ্বক্ষুরের ধুলোয় হেঁটে যায়
কবেকার মানুষ-মানুষী ছায়া-সারি ভাষায়

যা-কিছু

যা-কিছু উপসংহার, তার পিছনে জ্বলে অনির্বাণ।
দীপ। আধার। ধারণে যা-কিছু তরল, অস্তগামী
তার মুখে আয়না ধরে শেষের লাইন। রচনার
বালিভুক অংশ। বস্তুত রোদের সুষমা। ছায়াজল
কেঁপে ওঠে নদীর উপমায়। চাকা ঘুরে যায়
ধুলোর টানে। চোখে বালুকণা। ঘুমের আঁধারে।

যা-কিছু উপসংহার, তার সম্মুখে একা অনির্বাণ।

মৃত্তিকা

তোমার জেগে থাকার ভিতর একধরনের আনন্দ আছে
ওই আনন্দকে বীজ বলে জানি
তোমার ঘুমিয়ে থাকার ভিতরও আনন্দধ্বনি
ওই ধ্বনির ভিতর ডুবে যেতে-যেতে
তোমাকেই মৃত্তিকা বলে ডেকে উঠি।

বিষাদ

নীল ঠোঁটে প্রবল লেগে গেছে ওই রাত্রিবিষ
মৃত্যু জেনেও জিভ দিয়ে তুলে আনি অহর্নিশ

বৃষ্টিলেখা

কথা কমে আসে, আর শরীর জ্বলে
শরীর জ্বলে, আর কথা ভাসে জলে

এখানে মাত্রার কম-বেশি হতে পারে, হয়ও
মাত্রা মাত্রাবৃত্ত ছেড়ে গেলে, ভয়ও

গাছ দোলে, নারী দোলে, নদীও দোলে তখন
প্রবল পুরুষ দু-হাতে বান ডাকে ইচ্ছেমতন

ইচ্ছেও ইচ্ছের মাত্রায় থাকে না কোথাও
সহিংস চুম্বনের মতো হিসহিসে আগুনের নাও

আর পাথর-পাথর মেঘও ভেঙে খানখান
দিগন্ত-জুড়ে শুধু বৃষ্টি-বৃষ্টি বানান

বানানে জড়ায় চাঁদ, বানানে পাতা ফাঁদ
এ কী অপরূপ লাবণ্য তব : বৃষ্টির ছাঁদ!

প্রথম পুরুষ

যে-নারী অন্ধ হয়ে পথে-পথে ঘোরে
আর
সন্ধ্যার শেষে ব্রেইল-অক্ষর শেখে

তার আঁচলে মুঠো-মুঠো ভিক্ষার চাল
তার চোখের গভীরে বিন্দু-বিন্দু আলো

দ্বিতীয় পুরুষও যখন ক্ষুৎকাতর
নারী ওই আগুনের কাছে যায়
অন্নের গন্ধে ভরে ওঠে ঘর

তবু প্রথম পুরুষের অন্ধতা ও মৃত্যু
ব্রেইল-ভাষার আঙুলে আটকে থাকে রাতভর।

স্বর

ওই ক্রৌঞ্চের রক্ত ঝরে পড়ে পুরাণের বল্মীকে
ওই তিরে ভ্রূণের যন্ত্রণা
আছড়ে পড়ে প্রসূতিসদনের পাতায়-পাতায়

আর স্বরের বিভাজনে উঠে আসে আর্তরব
মহাকালের
সূর্যের অস্তাচলেও নদীর বুকে গর্ভিণী রং

মুকুট

স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন ঘুমিয়ে থাকে অলীক মৃত্যুর মতো
আর সাপের চুম্বনে জেগে ওঠে প্রাচীন জলের ঢেউ
রাত্রিও লিখিত রঙের ভিতরে ভুল আলো জ্বেলে বসে থাকে
ক্যাকটাসের শরীরে ফুলের ইশারায়
বাতাস, দ্বিধার সন্তান জেনে, ডানাও স্থবির
জড়ানো রাংতার মতো ফুটে ওঠে মুকুটের প্রতিভাস!

অন্ধতা

তোমার অন্ধতা ও কান্নার ভিতর একটা জোনাকি বসে থেকেছে সারারাত
তোমার ঘরের আলো নিভে গেলে একমাত্র ওই জোনাকিই জ্বলে উঠতে পারে
আর-কিছু নয়, অন্য-কিছু নয়

তবু তোমার চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে আলোর ভিতর
বিস্ময়তাড়িত মুখের শব্দ খইয়ের মতো
পথে ও প্রান্তরে গড়াতে-গড়াতে
অথৈ জলের ভিতর তোমার চোখের জলই একমাত্র নৈঃশব্দ্য—
এই বোধ ও চেতনায়
মুখগুলি আরও কম্পিত না-হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সহসাই

শুধু তোমার অন্ধতা ওই জোনাকিকে দেখেনি কখনও!

মাধুকরী

আবারও শূন্যতার কাছেই ফিরে আসতে হয় মাধুকরী শেষে
আবারও জাগরণে জড়িয়ে যায় ঘুমের দু-চোখ
ওই নদীতীরে বসে থাকে একা শীর্ণ কাক
নদীতে ভেসে যায় কবেকার কোন প্রত্ন-লাশ

কাকও স্থবির ক্লান্ত ডানায়
কাকও গন্ধে-গন্ধে উড়ে যায় ভাসমান মৃত্যু-ছায়ায

কাক ও মানুষের জাগরণ ঠোঁট পেতে থাকে ওই তৃষ্ণার জলে
শুধু এক নদীতীরে ঘোরে—বায়ুটানে দেখা হয় মাধুকরী শেষে

এপিটাফ

১.

হাসপাতালের করিডোরের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে স্বপ্নময়
স্যালাইন, ড্রিপ আর নার্স ঘুরে যায়
এ-সব স্বপ্নময় দ্যাখে স্ফটিক-আলোর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে

মুখোমুখি হাসপাতাল

মুখোমুখি ইউক্যালিপ্টাস

মুখোমুখি চাঁদ

স্বপ্নময় ওই নার্সদের উড়ে-যাওয়া দ্যাখে

ওই বলাকার মতো প্রায়
দেবকন্যা যেন কবেকার, স্বপ্নময়ের কপালেই হাত রাখে
ঝুলন্ত সেতুর মতো ওই হাত ছায়া এনে দ্যায়

স্বপ্নময় ভাবে, যদি একবার হেঁটে যাওয়া যেত এই মধ্যরাতে...

২.

তরল আগুন আধার খুলে ধরে
জ্যোৎস্নার অন্ধকারে
আর সারি-সারি ছায়াবীথি সরে যায়
ওই অনন্ত শূন্যে

শূন্যের আধার ওই ভস্ম-পৃথিবী
মত্ত নেচে ওঠে
দূর ডানার নগ্ন প্রচ্ছদে

৩.

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ঘুমিয়ে পড়ে মেঘ
প্রবল পুরুষের মতো গর্জনে মাতে বিদ্যুৎ
বৃষ্টির আনন্দগান ঠোঁটে তুলে নেয় মৃত্তিকা

ঘুম ভাঙে—মেঘ ভেসে যায় অন্য মৃত্যুর দিকে!

ফাল্গুন

মৃত্যু এক দীপ—ভেসে যায় রাত্রিজলে
জন্মও এক দীপ—ভেসে ওঠে রাত্রিজলে

আরশির ভিতরে পড়শির আনাগোনা
আরশির মুখ তবু পড়শির হয় না

মেঘের ভিতরে কবেকার নীল ঈশ্বর
ব্যালকনি ধরে অনুবাদ করে গোপন স্বর

অনুগত রক্তের ঢেউ ঠোঁটের আগুন
ঋতু-ক্ষয়ে ঋতু-দিন, জাগে ফাগুন

রং

মৃত পাথরের মতো পড়ে থাকে আত্মার রং
কফিনের আলো উঠে আসে
অমল ঋতুর শ্বেত ইশারায়

ধুলো লেখে, আলো লেখে
অক্ষরের জন্ম, জন্মান্তর ও জাতিস্মর-কথা

ছোবল

জ্বলন মর্মের হেতু, নুয়ে-পড়া হাত
কলম আঙুল-ছুট... রিক্তের সাদাপাতা
মর্মের মূলে জাগরিত ফুল, গন্ধে-গন্ধে
বীজ ও শস্যের রহস্য-হাটে ছোটে একা

জাদুঘর

১.

পুরনো ডাক-টিকিটের ইতিহাস দ্বন্দ্বের অতীত
সিন্ধুঘোটকের চোখ নড়ে ওঠে স্নানহীন
ছায়া জল রৌদ্রের জাদুঘরি কৌতুকে, মিশরের
মমির পাশে মেঘহীন মুদ্রিত বাতাস

২.

ধুলো ও কাঁকড়ের ঘুমে লুকোনো কাঁকন
নেতিধোপানির ঘাট ছুঁয়ে প্রত্ন সাদাহাড়
ধূসর লিপির উত্তর খোঁজে সহজিয়া গান

৩.

বোবা ধানশিস মুখ তোলে নিশিযামে
দগ্ধ-চিহ্ন ছড়ানো কাকতাড়ুয়ার রাজপোশাকে
বীজের খেলার পাশেই ডাইনোসরের হাসির ফসিল

শীত

মৃত্যুর ভিতরে ক্ষয়
মৃত্যুর অতীত ক্ষয়
মৃত্যুর আগের ক্ষয়

তোকে ছুঁতে চায় শুধু

দগ্ধ নাভির উৎসে
চিরনীল শীতের প্রার্থনায়

আকাশপ্রদীপ

আকাশপ্রদীপ জ্বলে না কোথাও
কার্তিকের হিম জেগে থাকে
অন্ধ ঘাসের ডগায়

আর শ্যামাপোকারা নেচে যায়
মৃত আয়নার প্রতিবিম্বের মতো

সুন্দর

একজন মানুষ অন্ধকারের কথা শোনেনি কখনও।

তার চোখে প্রতিটি ফুলই নিপুণ।
প্রতিটি ঋতুই প্রজাপতি। রঙিন ডানা।

এক-শহর থেকে আর-এক শহরে পা রাখে ওই মানুষ
আর ভিখারিকে গল্প শোনায় প্রতিদিন—
ফুল, প্রজাপতি আর রঙিন ডানার।

ভিক্ষাপাত্রটিও তখন পূর্ণিমার মতো টলটল।

কীভাবে কোন শহরে গড়িয়ে পড়বে কেউ জানে না!

গান

এক বধিরতা ছুঁয়ে আছে তোমার হাত
এক মুগ্ধতা চোখে-চোখ পাথর-চোখ

সারারাত ভেসে আসছে সুদূরের গান

তুমি রাত্রি ছুঁয়ে শব্দে-শব্দে ভেঙে পড়তে পারো

অথচ তুমিও কেমন অন্ধ ও বধির হয়ে আছ

ঝর্ণাজল লিখে রাখছে লাবণ্য ও প্রাণ
ঝর্ণাজল লিখে রাখছে আবহমানের গান...

তারাগাছ

ওই ধুলো, ওই জল, ওই পদরেণু ভাসে—ভেসে যায়

রাত্রি তার মহিমা জানে
গানে ও আজানে

আখড়ায়-আখড়ায় উদাসী বাউলের একতারা
ঘোর সংক্রান্তির নীলমণি

হৃদিমূলে লেখে—লিখে রাখে দিগন্তের পাঠ

আর চারদিকে জ্বলে ওঠে রাত্রিছেঁড়া তারাগাছ!

পালাগান : সীতা

ওই আগুনের চোখে ছাই লিখিত হয়নি কোথাও
তবু ছাই উড়ে আসে
আগুন না ছাই
ওই সংলাপ-বলিয়েরা হয়তো কিছুটা জানে

তারা মনে-মনে পার্ট মুখস্থ করে
বেজে ওঠে কনসার্ট : আদি অপেরার...
বেজে ওঠে কনসার্ট : অনন্ত অপেরার...

আর ওই অনন্তে এসেই আগুনকে আগুন মনে হয় কি না
ওই চরিত্রের শিল্পীরাই কেবল বলতে পারে
দর্শক শুধু রাত জেগে কনসার্ট ও আগুনের পালা শোনে

নতুন কবিতা

সুড়ঙ্গের ভিতর পিঁপড়েরা নেমে গেছে সারি-সারি
গোধূলি-নৃত্যের-রঙে-আঁকা গোপন পথ
সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে গেছে মানুষও
হাজার-বছরের পুরনো আলোর দীপ নিয়ে

কথা নেই কোথাও, গাঢ় নৈঃশব্দ্যে ঢেকেছে আঁধার
গাছের পাতায় কম্পনও নেই কোথাও
পুঁথির ধূসর শব্দে বেজে ওঠে ধ্বনি
যে-পথ আলোর আঁধার, যে-পথ নতুন কবিতার

দ্বীপান্তরের জাহাজ

অসুখ ছেয়ে থাকে জলে,
অন্ধকার কোষে
জাহাজের জলচক্রে, ঘোর বর্ণে

বর্ণ ঘোরে—মাতাল ছায়া
দীর্ঘ হয়
ওই নবীন নাবিকের তীক্ষ্ণ চোখে

তবু রুপোলি মৎস্যগন্ধা ঢেউ তোলে
আমিষ-গন্ধে

সুরময়ী

চুম্বনের মতো আগুন খেলা করে পদমূলে
নাভিদেশ জুড়ে ধ্বনি ওই রাজহংসীর
দ্রিমি-দ্রিমি আলোছায়া পলাশের রঙে

চোখ আঁকে

মুখ আঁকে

আঁকে ঠোঁট

পটে-আঁকা সুরময়ী বেজে ওঠে প্রান্তিকে
কোপাইয়ের জলে ভেসে যায় ছায়াঘোর
দোলচাঁদ ঝুঁকে পড়ে আনমনে!

নুন

নুনের সংসারে নুনের খবর রাখা হয় না আর
তবু কোথাও নবান্নের ঘোর লেগে থাকে—
মায়াপৃথিবীর থালায়, তৈজসে, বাতাসে বস্তুত

ওই এক নীলপরি মুখোমুখি বসে ভাত খায়
সকল আলো ও অন্ধকারের ছিন্ন ছায়ায়

ওই ছায়াকে লিখি আর নুন ভাবি
ওই আলোকে লিখি আর নুনের কথা ভুলে যাই

শীর্ষবিন্দু

শীর্ষের কথা শীর্ষেই থাকে
শীর্ষবিন্দু হয় না যে আর

এই সত্যে নিশি জাগে, দিন যায়
ওই তপ্ত বালুকাবেলায় ঘোর

ঘোর মানে মায়া, মায়া মানে আঁখি
কাজল টানে গোপন আরশি-বিম্বে

পড়শির মতো ওই নয়নগুলি
জলছবি আঁকে একা উদাসীরেখায়

একরোখা বাতাস বৃষ্টিকে ডাকে
প্রহরে প্রহর, চাঁদে লাগে চাঁদ

কবিতার জন্য

কবিতার জন্য বিনয় মজুমদারের ঠাকুরনগরে যাব ভাবি
সাহিত্য আকাদেমিও ঘুরে আসে পুরস্কার হাতে নিয়ে
কেমন আছেন আমাদের বিনয় মজুমদার?
কলকাতা আসেন শুশ্রূষার জন্য, লেখেন হাসপাতালের কবিতা
ভাবি, বেড়াতে এলে কী লিখবেন?
ভাবি, কবিতার জন্য কি, প্রকৃত প্রস্তাবে, কোথাও ঘুরে আসা যায়
কবিতা তো সর্বত্রগামী, কবিও বিচরণ করেন স্তরে-স্তরে
আর ওই স্তর বলতেই উঠে আসে খননের কথা
খুঁড়তে-খুঁড়তে জল, জলে-ডুবে-থাকা প্রকৃত সারস!

লেহন

তোমার বিছানায় উঠে আসছে একটা সাপ
দেয়ালে পিঠ সিঁধিয়ে যাচ্ছে তোমার
তুমি একটুও নড়ছ না
টের পাচ্ছে সাপ
লকলকে জিভ বাড়িয়ে দিচ্ছে ছোবলের ইশারা

তুমি আরও সিঁধিয়ে যাচ্ছ এখন

তুমি খুঁড়ছ সাপের চোখ

তোমার এই উদাসীনতা টের পাচ্ছে সাপ

আর-একটু নীল হয়ে ওঠার আগেই
নীল হয়ে উঠছে তোমার শরীর
শিরা-উপশিরায় চারিয়ে যাচ্ছে আগুন

অথচ সাপটি একটুও নড়েনি
বস্তুত ছোবলও মারেনি
তোমার ঘোর উদাসীনতা লেহন করেছে মাত্র!

কথা

ওই বালিহাঁস, নদীতীর আর ঝিনুককুচি রোদে
কবেকার-নারী-এক শ্বেতচন্দনের মতো নগ্ন পায়ে..
ওকে সুরধুনী বলে ডেকে উঠি মনে-মনে
ওকে ভাবি, নীল সরস্বতীর লীন আঁখি
তার হৃদপদ্মে যে-গান ভেসে যায়
ঢেউ তোলে নদীজলে—তার সাথে কথা

কথা এক বিপন্ন চোখ—খোঁজে মায়ামুখ।

বিষাদ-লেখা পাতা

উৎসর্গ : সোমনাথ হোড়

তেভাগার ডায়েরি-র পাতাগুলি উড়ে আসে আজ
দশমীর নিঝুম-নীল বিষাদের সুরে
আর ক্ষতচিহ্নে জড়িয়ে যায় ওই বিস্তীর্ণ সাদা...

খোয়াইয়ের রুদ্র-পাঁজরে ভাসান-ভাসান...
এলোমেলো কোপাইয়ের ঢেউ তুলির আঁচড়ে
খোঁজে বলিষ্ঠ জিজ্ঞাসার ধাতব অক্ষর

ওই অক্ষরের বর্ণচ্ছটায় মুখ ডুবে আছে তাঁর
ওই অক্ষরের শিল্পে ধ্বনিত নিরন্ন ফুটপাত

তেভাগার ডায়েরি-র পাতাগুলি ক্রমে দূরে সরে যায়

কতদূরে যায়, হে বিষাদ-লেখা মর্মর ঋজুগাছ!

অক্ষরহীন এই প্রণাম

উৎসর্গ : কুমার রায়

ওই ধুলো উড়ছে আর তিনি হাঁটছেন
হেঁটে যাচ্ছেন ফুলডাঙায় রাঙামাটির পথে
ওখানে তাঁর শান্তির নীড়
পায়ে-পায়ে-আঁকা রাঙা আবির
ফি-বছর বসন্ত-উৎসবে এই তাঁর হেঁটে যাওয়া।

দীপদণ্ডে জ্বালাতে চান একটি প্রদীপ
আর এখানে-ওখানে বলে যান
কতরকম আলোর কথা
কতরকম কথার কারুকাজ
কথাগুলি আলোর কুসুমের মতো ঝরে পড়ে
কে? কে ওখানে? কোন সুধা?
ঘরে-ঘরে রাজার চিঠি...
ঘরে-ঘরে...ঘরে-ঘরে আলো...
আলোর কুসুম...

তবু তাঁর পা আটকে যায়
সে-কোন রাজার ছায়া কেঁপে ওঠে
বাউল-বাতাসে!
কোন যক্ষপুরীর প্রকোষ্ঠে বিশু পাগলের দল
ঘুরে-ঘুরে তাঁর সাথে কথা বলে?
আর নন্দিনীর রক্তকরবী ঝলসে ওঠে
আজও তাঁর চোখের বিদ্যুতে!

ওই আলোর ভিতরে যে-সত্য
ওই দৃশ্যের ভিতরে যে-অদৃশ্য
ওই জীবনের ভিতরে যে-নাট্য
ওই নাট্যের ভিতরে যে-প্রতিভাস
ওই প্রতিভাসে জড়িয়ে যে-মায়াদর্পণ
তার মুখে মুখ রেখে
ওই ওখানে হেলানো চেয়ারে
ওই ওখানে প্রেসিডেন্সির রেলিঙে
পুরনো বইয়ের পাতাগুলি সব
টুকরো-টুকরো সংলাপ যত

ডানা মেলে ওই হেলানো রোদ্দুরে।

আর তিনি স্বপ্ন আঁকতে-আঁকতে
আর তিনি আলো জ্বালতে-জ্বালতে
ওই আলোর উদ্ভাসে
ক্লান্ত গালিলিওর মতো
ফুলডাঙার আলো-অন্ধকারে
খোয়াইয়ের কাঁটাতার ছাড়িয়ে
প্রান্তিকে-উড়ে-যাওয়া মেঘের ভিতর
এই বসন্তে, অসুখের বিছানায়
সাতটি তারার তিমিরের মতো
কোন সত্যকে খুঁজে চলেছেন আজও

ওই ধুলো উড়ছে আর তিনি হাঁটছেন
ওই ফুলডাঙার পথে
ঈষৎ-ঝুঁকে-যাওয়া তিনি হাঁটছেন
অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে রেণু-রেণু আবির
রেণু-রেণু ধুলোয় উড়ছে ওই রং
ওই ধুলোয়-আঁকা পথের রেখা
আর ধুলোয়-ধুলোয় অক্ষরহীন এই প্রণাম!

মুখ

মৃত মানুষের হাত থেকে খসে পড়ে পানপাত্র
তারপর আগুনের উৎসব
পুনরায় আগুনই ঝলসে দেয় মৃত্যুমুখ।

আসলে মৃতমুখ বলে থাকে না কিছুই
ওই পানপাত্রের পৃথিবীতে
প্রতিটি মুখই জীবিতের।